চকচক করলেই সোনা হয় না

তম্ময়

লোকে বলে, বেশী ভাল নাকি ভাল না। কথাটাতো দেখছি যথার্থই সত্যি। ভাল লোক এমনিতেই ভাল। তার ভালত্ব দেখানের তেমন প্রয়োজন নেই, গরজও নেই বাড়তি ঝক্কি-ঝামেলার । কিন্তু ভন্ডের প্রয়োজন আছে। তার ভেতরটা কালো, সেই কালো থেকে আলো বের হওয়ার এমনিতে কোন সম্ভবানা নেই। তাই ভালত্ব দেখানোর তার প্রয়োজন অনেক। তার আয়োজনও হয় বিস্তর। সোনার চেয়ে আনকোরা নতুন পিতলের চাকচিক্য সব সময়ই বেশী। সাধারণ মানুষকে সহজেই বিভ্রান্ত করে। কিন্তু সমস্যা যেটা, সেটা হলো এই চাকচিক্য বেশীদিন টেকে না, থাকে না, সময়ের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে ধরা খেয়ে যায়। ভেতরটা বেরিয়ে পড়ে।

"কালো থেকে আলো বের হওয়ার সম্ভাবনা নেই"
টোকামারুন

সিডনীর বাঙালী কমিউনিটির জনৈক আলোকিত মনের বিশিষ্ট বাঙালী সম্প্রতি সিডনী মর্নিং হেরাল্ডের পাতা আলোকিত করে পুরো বাঙালী কমিউনিটিকেই আলোর স্পর্ষে স্পন্দিত করেছেন। ক্রিকেট ট্যুরের নামে এক চালানে ২২জন ভারতীয় নাগরিককে এনে মিথ্যা অজুহাতের পোর্টেকশন ভিসা চাওয়া তার ২২টা ফর্ম নিয়ে ফেসে গেছেন সিডনীর জনৈক বাঙালী মাইগ্রেশন এজেন্ট । আইনের খড়্গতলে এই মুহুর্তে তার সন্ত্রস্থ অবস্থান।

ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। সেটা একজন বাঙালী বলে যতটা না, তার চেয়ে অনেক বেশী অন্যখানে। এই এজেন্ট নাকি একজন আলেকিত মনের মানুষ । বাংলাদেশের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের দাবীতে অষ্ট্রেলিয়ার আদালতে উনি নাকি একটা মামলাও দায়ের করে ছিলেন। মামলার খরচ চালাতে তার একটা কিডনী বেঁচে দেবে, এমন গরম খবরও সেই সময় বাতাসে ভেসেছিল। কিন্তু তারপর?

আলেকিত এই এজেন্টের শরীর এখনও দুটো কিডনীই বহন করে চলেছে। যুদ্ধ অপরাধীর মামলা এখন তাল গাছের মাথায়। তার আর কোন খবর নেই। তবে অন্য একটা খবর আছে, যেটা বাঙালীর জন্য নয় ঐ এজেন্টের জন্য সুখের, আনন্দের। তিনি অষ্ট্রেলিয়া থাকার পাকাপোক্ত অনুমতিটা হাতিয়ে নিয়েছেন। দুঃখটা এখানেই। সবাইকে বোকা বানিয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন মঞ্জিলে মকসুদে। আমাদের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকরা তাকে সাহায্য করতে পেরে ধন্য হয়েছেন। আর জাতীয় দৈনিকের পাতায় নিজের জাত ভাইকে দেখতে পেয়ে আমরা, এই সাধারণেরাও ধন্য হয়ে গেছি।

যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের দাবী নিয়ে খেলছে কতগুলো অসৎ ব্যক্তিবর্গ। ব্যাপারটার কষ্টকষ্ট ভাবটা মন থেকে কাটানো যথার্থই কষ্টকর। এক সময় ভাবতাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া বাংলাদেশের তাবৎ মানুষই মনে হয় যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর উপর তখন রাগ হতো। এখন ধারণাটা পাল্টাচ্ছে। এখন মনে হয়, অধিকাংশ বাঙালী কোন দিনই হয়তো এই বিচার

চায়নি। তারা যদি সত্যিই এই বিচার চাইবে, তাহলে এই এতদিনেও বিচারটা হলো না কেন? অন্যদের কথা যদি বাদও দেই, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি যখন ক্ষমতায় থাকে তখন তারা করেটা কি? সেই অনুকুল পরিবেশে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের দাবী নিয়ে সোলায়মান গং-দের এগিয়ে আসতে দেখিনা কেন?

আসলে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, এ সবই এখন রাজনৈতিক হাতিয়ার শুধু। স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে থাকা বাঙালীর গর্ব, দুঃখ, কষ্ট, ভালবাসা, মমত্ববোধ আর দূর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার এটা একটা চতুর অস্ত্র মাত্র। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন কোন দল এই হাতিয়ার ব্যবহার করে যেমন রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ে সদা সচেষ্ট, তেমনি প্রবাসে অভিবাসন প্রেমিদের কাছেও এই হাতিয়ার নাকি সমান জনপ্রিয়। বাংলাদেশের বিগত ৩৭ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস, দেশে এই হাতিয়ারের কার্যকরিতার তেমন সাক্ষ্য-প্রমান উপস্থাপনে ব্যর্থ হলেও, প্রবাসে সোলায়মান-গংরা নাকি তাকে ভালই কাজে লাগিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এটা চেহারার উপর একটা আলো আলো ভাব আনে। তারপর সেটাকে ব্যবহার করে প্রকৃত আলেয়ার পিছনে ছোটা যায়।

যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার-এর দাবী, ঘাতক দালাল নির্মূল কর্মসূচী, অধিকাংশ বাঙালীরই প্রাণের দাবী ছিল। সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থপর ও ভন্ডদের হাতে পড়ে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে হতে এরা হারিয়ে ফেলেছে আজ নিজেদের ভাবমূর্তি। যে সমস্ত মূর্তিমান ভন্ডদের কারণে ঐ সমস্ত মহান কর্মকান্ডগুলির আজকের এই চরম দৈন্য অবস্থা, তাদের বিপক্ষে মনে হয় আমাদের একটা অবস্থান নেয়ার প্রয়োজন আছে।

সব সোনাই চকচক করে। তারপরেও চকচক করলেই যে সোনা হয় না, এই চিরাচরিত প্রবাদটা মনে হয় মনে রাখার প্রয়োজন আছে। তাহলে সোলায়মান গং-দের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের অনেক কমে যাবে।

তন্ময়, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া, ২৯ মে, ২০০৮

Send your comment to : tonmoy.sydney@gmail.com

তম্ময়ের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন